গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-৬ শাখা

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	০১ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক' দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্য সূচী উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক-কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভাটি সরাসরি ও জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

৩.০ আলোচনা

৩.১ সভায় গত ২৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ১ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, "মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫৯৮৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ১৪৭৬.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ৪৫১০.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি, ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২,২৯৩.০০ লক্ষ (জিওবি ৩৬৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৯২৫.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১,৫৯৮.২৩ লক্ষ (জিওবি ১৮৪.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৪১৪.২৩ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১,৫৮৪.৯৬ লক্ষ (জিওবি ১৭০.৭৩ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৪১৪.২৩ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের (৬৯.১২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫.০০%।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, (৬টি ফসলের জন্য ও ২ টি পশুপালনের জন্য) চরাঞ্চলে ভালো মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার জন্য এ পর্যন্ত ৮টি কৃষি উপকরণ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলো হলোঃ এ.আর মালিক সীড, ইউনাইটেড সীড, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেড, অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড, এসিআই, নাফকো গ্রুপ, এসকেএফ এবং রেনাটা। এই কোম্পানিগুলো তাদের প্রায় ২০০ জন খুচরা বিক্রেতা ও প্রায় ৩০০ জন কেমিষ্টের মাধ্যমে চর এলাকায় তাদের গুনগত মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ করছে এবং এগুলো ব্যবহার করে কৃষকগণ ভালো ফলন পাচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে চরে কৃষি উপকরণ সরবরাহে উৎসাহিত করার জন্য "ডিসট্রিবিউটর মিট" শীর্ষক ৩ টি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিগণ এবং চরের পরিবেশকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর-কে সম্পৃক্ত করে চরের কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন ও পশুপালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। চর এলাকায় ১৪ জন মহিলা ভ্যাকসিনেটরের মাধ্যমে মুরগির টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে চর এলাকা থেকে ষাঁড় বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গত বছর ঈদে প্রায় ৩৫০ টির বেশি ষাঁড় বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রীষ্মকালীন সবজী চাষের উপর ২১৫ টি কৃষক প্রশিক্ষণ ও ৪০০ টি ডেমো প্রদান করা হয়েছে। ভালো মানের সবজী বীজ সহজলভ্যকরণের জন্য এ.আর মালিক সীড এবং ইউনাইটেড সীড কোম্পানির সাথে চুক্তি করা হয়েছে। চর

এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ৭০০ জন এলএসপি'র মাধ্যমে চরের কৃষক-কে গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৬০০ জন মহিলা কৃষককে দেশি মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের সহযোগিতায় ৪ টি মাইক্রোফাইন্যান্স (এনডিপি, এসকেএস, গাক এবং ইএসডিও) এর মাধ্যমে প্রায় ৩,৮০০ জন কৃষক ও ৪৩০ জন চরের উদ্যোক্তাদের মাঝে যথাক্রমে কৃষি ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কৃষি ঋণ এবং উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে প্রায় ১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ২৭৩ জন T-OS (Trader out grower scheme) কে (চরের ট্রেডার যারা কৃষকদের উৎপাদন ও পণ্য বিক্রি করতে সহায়তা করে থাকেন) সম্পৃক্ত করা হয়েছে। চরের ট্রেডারদের মাধ্যমে চর এলাকা থেকে প্রায় ২৭,৫০০ মেট্রিক টন ভূট্টা, ২৭০ মেট্রিক টন বাদাম, ৩৫,৭০০ মেট্রিক টন আলু এবং ২৩,০০০ মেট্রিক টন মিষ্টি কুমড়া লাভজনক মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং চর এলাকা থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের সবজি বীজ নতুন এলাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও চরের ট্রেডারদের মাধ্যমে চর এলাকা থেকে ৬৮০০ টি পরিবার এর মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০ টি ষাঁড় ও প্রায় ২,০০০ টি ছাগল লাভজনক মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চরের কৃষকরা যেন কৃষিপণ্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম পায় সেজন্য বড় বড় কোম্পানি যেমন ফিডমিলগুলোর সাথে চরের ট্রেডারদের সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে "ট্রেডার মিট" শীর্ষক ৪ টি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রসেসিং কোম্পানি ও ফিড মিলগুলোর কর্মকর্তাগণ, এজেন্ট, বড় ব্যবসায়ী এবং চরের ট্রেডারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চর এলাকায় উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের জন্য রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় ০১টি এবং গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় ০১টি পোর্টেবল স্টোরেজ নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করলে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

৩.৩ প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে ০১টি প্রারম্ভিক কর্মশালা, ০১টি বার্ষিক পরিকল্পনা সভা, ০২টি প্রকল্প রিভিউ কমিটি কর্তৃক রিভিউ সভা, ০২টি পিআইসি সভা এবং ০১টি পিএসসি সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ এবং হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ০৫টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং জামালপুর) ০৫টি প্রকল্প অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চর উপযোগী ফসল উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ, বিজনেস টু বিজনেস নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ, কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০১ ব্যাচ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা (স্থানীয় এবং ই-মার্কেটিং) বিষয়ক প্রশিক্ষণ-০২ ব্যাচ আয়োজনের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.০ অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) চর এলাকায় কৃষি কাজে সেচের চাহিদা বেশি থাকায় বাড়ি বাড়ি খাবার পানি সরবরাহ না করে সৌরবিদ্যুৎ চালিত নলকূপের মাধ্যমে জমিতে সেচ এরিয়া বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সাথে চরের মানুষের বিশুদ্ধ পানি পানের সুবিধার্থে ২-৩ টি পানি গ্রহণের ট্যাপসহ পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে।

(খ) প্রকল্প এলাকায় বাজার সম্প্রসারণের সুবিধার্থে ০৫টি জেলার মোট ২৫টি চরভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র প্রেরণ করা হবে।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সময়মত অর্থছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform-এ অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৫.১৪.০৩৯.১৪-২৯

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮
২৭ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

৯) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

১০) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১১) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১২) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৩) পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ) (ভারপ্রাপ্ত), প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

১৪) প্রকল্প পরিচালক,"Making Markets Work for the Chars (M4C) Phase-2" শীর্ষক প্রকল্প আরডিএ, বগুড়া।

১৫) অফিস কপি।

আইরীন ফারজানা
উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব)